আলমডাঙ্গায় আগাছানাশক প্রয়োগে ধান পুড়ে নষ্ট, বিষ বিক্রেতার বিরুদ্ধে অভিযোগ

আলমডাঙ্গা উপজেলার কালিদাসপুর ইউনিয়নের আসাননগর গ্রামে আগাছা দমনের জন্য প্রয়োগ করা বিষে ধান পুড়ে নষ্ট হয়ে যাওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় স্থানীয় এক বিষ বিক্রেতার বিরুদ্ধে নিম্নমানের বা ভেজাল আগাছানাশক বিক্রির অভিযোগ করেছেন ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক।

ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক আসাননগর গ্রামের মৃত আসমান মণ্ডলের ছেলে মস্তক আলী জানান, প্রায় এক মাস আগে ধানের জমির আগাছা পরিষ্কারের জন্য আলমডাঙ্গার হাফিজ মোড় রোডের ব্যবসায়ী সিরাজুল ইসলামের কাছ থেকে আগাছানাশক ক্রয় করেন। তবে দুই সপ্তাহ পার হলেও কাঙ্ক্ষিত ফল না পাওয়ায় তিনি পুনরায় ওই বিক্রেতার কাছে গেলে তাকে অন্য একটি বিষ দেওয়া হয়।

তিনি আরও জানান, দ্বিতীয়বার প্রাপ্ত বিষ জমিতে স্প্রে করার তিন দিনের মধ্যে ধানের গাছ গোড়া থেকে পুড়ে যায়। এতে পুরো জমির ধান নষ্ট হয়ে যায়। পরবর্তীতে বিষয়টি বিক্রেতাকে জানালে তিনি ঈদের ছুটির কথা উল্লেখ করে কোম্পানির প্রতিনিধির সঙ্গে কথা বলে জানাবেন বলে আশ্বাস দেন। ঈদ-পরবর্তী সময়ে কোম্পানির প্রতিনিধি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করলেও এখন পর্যন্ত কোনো সমাধান বা ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি বলে অভিযোগ করেন ভুক্তভোগী কৃষক।

এ বিষয়ে কথা বলতে গেলে অভিযুক্ত বিক্রেতা সিরাজুল ইসলাম সাংবাদিকদের জানান, তিনি অন্য স্থান থেকে বিষ সংগ্রহ করে বিক্রি করেন। কৃষি অফিসারের পরামর্শ ছাড়া বিষ বিক্রির বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, “কৃষি অফিসারের পরামর্শ অনুযায়ী চললে ধান উৎপাদন সম্ভব নয়।” এ সময় তিনি সাংবাদিকদের সঙ্গে অসৌজন্যমূলক আচরণ করেন বলেও অভিযোগ রয়েছে।

এদিকে একমাত্র আয়ের উৎস ধান নষ্ট হয়ে যাওয়ায় আর্থিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছেন কৃষক মস্তক আলী। অভিযোগ উঠেছে, ঘটনাটি ধামাচাপা দিতে প্রভাবশালী মহলের সহায়তা নেওয়ার চেষ্টা করছেন অভিযুক্ত ব্যক্তি। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, এর আগেও তার বিরুদ্ধে নকল দস্তা সার বিক্রির অভিযোগ রয়েছে।

ঘটনাটি নিয়ে স্থানীয় কৃষকদের মধ্যে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। তারা বিষয়টি তদন্তপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

মেহেরপুর প্রতিদিনের আলমডাঙ্গা প্রতিনিধি আতিক বিশ্বাসের মায়ের ইন্তেকাল

মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকার আলমডাঙ্গা প্রতিনিধি আতিক বিশ্বাসের মা ইন্তেকাল করেছেন।
আজ শুক্রবার ২০ শে মার্চ ভোর ৫ টার সময় ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭৯ বছর।
সাংবাদিক আতিক বিশ্বাস এর মায়ের মৃত্যুতে বিভিন্ন স্তরের মানুষ শোক প্রকাশ করেছেন। আলমডাঙ্গা থেকে শুরু করে চুয়াডাঙ্গার বিভিন্ন উপজেলা,কুষ্টিয়ার বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ শোক প্রকাশ করেছেন।
আলমডাঙ্গার সিনিয়র সাংবাদিক হামিদুল ইসলাম আজম,খন্দকার শাহ আলম মন্টু, রহমান মুকুল, প্রশান্ত বিশ্বাস, ফিরোজ ইফতেখার, তানভীর সোহেল, আনোয়ার হোসেন, গোলাম সরওয়ার সদু, রানা এফেন্দি, বিপ্লব হোসেন প্রমুখ।
এছাড়াও শোক প্রকাশ করেছেন আলমডাঙ্গা বি আর এম পি সভাপতি জিনারুল ইসলাম, কোষাধ্যক্ষ আবু জাফর, পৌর সভাপতি সিরাজুল ইসলাম, বংশীবাদক মনোয়ার হোসেন খোকন, ড.ইকরামুল হক চৌধুরী, আশরাফুল হক, সাব্বির আহম্মেদ সোহাগ, মানিক ইসলাম, মাহাফুজ আহম্মেদ, রাশেদ রানা বিপন প্রমুখ।

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা ও

দামুড়হুদায় বিএনপির দুই শীর্ষ নেতা বহিষ্কার

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) এর দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ ও দলীয় স্বার্থবিরোধী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত থাকার অভিযোগে চুয়াডাঙ্গা জেলার দুইজন গুরুত্বপূর্ণ নেতাকে সাময়িক বহিষ্কার করা হয়েছে। গতকাল বুধবার চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির প্যাডে জেলা সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের যৌথ স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এই সিদ্ধান্ত জানানো হয়।

বহিষ্কৃত দুজন নেতা হলেন আলমডাঙ্গা পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমান ওল্টু ও দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপির সভাপতি মনিরুজ্জামান মনির।

বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের শৃঙ্খলা ভঙ্গ এবং বিভিন্ন দলীয় কর্মকাণ্ড বিরোধী কার্যকলাপে জড়িত থাকার অপরাধে জেলা বিএনপির সিদ্ধান্ত মোতাবেক এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। ১৮ মার্চ ২০২৬, সোমবার থেকে উল্লিখিত দুই নেতাকে তাদের স্ব-স্ব দলীয় পদসহ দলের সকল পর্যায়ের পদ থেকে সাময়িক বহিষ্কার করা হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তির সত্যতা নিশ্চিত করে জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক শফিকুল ইসলাম পিটু বলেন, দল থেকে তাদেরকে বার বার সতর্ক করার পরেও তারা দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ করেছে। যার ফলশ্রুতীতে এই আদেশ এসেছে।

আলমডাঙ্গায় ডামোশ-ঘোলদাড়ি খাল পুনঃখননের অনুমোদন, কৃষকদের স্বস্তি

দীর্ঘদিনের দাবি ও অপেক্ষার পর অবশেষে আলমডাঙ্গা উপজেলার ডামোশ

থেকে ঘোলদাড়ি পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খাল পুনঃখননের অনুমোদন পাওয়া গেছে। বহু বছর ধরে অবহেলা, দখল ও ভরাটের কারণে প্রায় বিলীন হয়ে যাওয়া খালটি পুনরুদ্ধারের উদ্যোগ নেওয়ায় স্থানীয় কৃষকদের মধ্যে স্বস্তি ও আনন্দের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ডামোশ থেকে ঘোলদাড়ি পর্যন্ত বিস্তৃত এই খালটি একসময় এলাকার কৃষি ও পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম ছিল। বর্ষা মৌসুমে আশপাশের জমির অতিরিক্ত পানি এই খালের মাধ্যমে দ্রুত নিষ্কাশন হতো এবং শুষ্ক মৌসুমে খালের পানি ব্যবহার করে কৃষকেরা সেচ কার্যক্রম পরিচালনা করতেন।

কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে সংস্কারের অভাব, বিভিন্ন স্থানে অবৈধ দখল, মাটি ফেলে ভরাট এবং আবর্জনা জমতে জমতে খালটির অনেকাংশ কার্যত অস্তিত্ব হারাতে বসেছে। ফলে বর্ষা মৌসুমে পানি নিষ্কাশনে সমস্যা সৃষ্টি হয়ে জলাবদ্ধতা দেখা দেয় এবং শুষ্ক মৌসুমে সেচ সংকটে পড়েন কৃষকেরা। এতে এলাকার কৃষি উৎপাদনেও নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে বলে স্থানীয়রা জানান।

এ অবস্থায় খালটি পুনঃখননের দাবি দীর্ঘদিন ধরে জানিয়ে আসছিলেন স্থানীয় কৃষক ও এলাকাবাসী। অবশেষে সেই দাবি বাস্তবায়নের পথে এগোনোয় এলাকায় স্বস্তির আবহ তৈরি হয়েছে। খাল পুনঃখননের অনুমোদনের খবর ছড়িয়ে পড়ার পর স্থানীয় কৃষকদের মধ্যে উৎসবের আমেজ লক্ষ্য করা গেছে।

স্থানীয় কৃষকরা জানান, খালটি সচল হলে আশপাশের বিস্তীর্ণ কৃষিজমিতে সেচ সুবিধা বাড়বে। একই সঙ্গে বর্ষা মৌসুমে জমে থাকা পানি দ্রুত নিষ্কাশন হওয়ায় জলাবদ্ধতার সমস্যাও অনেকাংশে কমে যাবে। এতে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং কৃষকদের আর্থিক ক্ষতিও কমবে বলে তারা আশা করছেন।

স্থানীয়দের দাবি, দ্রুত সময়ের মধ্যে খাল পুনঃখননের কাজ শুরু করা হলে এলাকার কৃষি ও পরিবেশের জন্য তা বড় ধরনের ইতিবাচক পরিবর্তন বয়ে আনবে। একই সঙ্গে ভবিষ্যতে খালটি যেন আবার দখল ও ভরাটের শিকার না হয়, সে বিষয়ে প্রশাসনের কঠোর নজরদারি প্রয়োজন বলেও মত দিয়েছেন তারা।

সংশ্লিষ্টদের মতে, ডামোশ থেকে ঘোলদাড়ি পর্যন্ত এই খাল পুনঃখনন করা হলে শুধু কৃষি নয়, এলাকার সার্বিক পরিবেশ ও পানি ব্যবস্থাপনাতেও ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। স্থানীয় মানুষের প্রত্যাশা,

দীর্ঘদিনের এই গুরুত্বপূর্ণ খালটি দ্রুত পুনরুদ্ধার করে আগের প্রাণচাঞ্চল্য ফিরিয়ে আনা হবে।

আলমডাঙ্গায় প্রকাশিত খবরে অসহায় রাকিবকে ডেকে সহায়তা দিলেন ইউএনও

পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশের পর আলমডাঙ্গায় উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) পান্না আক্তারের মানবিক উদ্যোগে প্রতারণার শিকার কিশোর রাকিবের পরিবারকে তাৎক্ষণিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, গত বুধবার আলমডাঙ্গা উপজেলার ডাউকি পোয়ামারি গ্রামের কিশোর রাকিব (১৪) প্রতারণার শিকার হয়ে তার একমাত্র আয়ের উৎস পাখিভ্যান প্রতারক চক্রের হাত থেকে হারিয়ে ফেলে। পাখিভ্যান হারানোর পর রাকিবের পরিবার সম্পূর্ণ অসহায় হয়ে পড়ে। এই ঘটনা স্থানীয় দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিনসহ কয়েকটি আঞ্চলিক সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়। বিষয়টি ইউএনও পান্না আক্তারের নজরে আসে।

রবিবার বিকেল ৩টার সময় ইউএনও পান্না আক্তারের কক্ষে ভুক্তভোগী পরিবারকে ডেকে সরাসরি আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।
পরিবারটি এই সহায়তা পেয়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে। ইউএনও শুধু আর্থিক সহায়তাতেই সীমাবদ্ধ থাকেননি, বরং পরিবারের খোঁজখবর নিয়েছেন এবং তাদের মানসিক সাহসও বাড়িয়েছেন।

পান্না আক্তার সাংবাদিকদের বলেন, “আপনারা যদি এমন অসহায় মানুষের সন্ধান পান, অবশ্যই নিউজ করবেন এবং উপজেলা প্রশাসনকে জানাবেন। অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানো প্রশাসনের দায়িত্ব। আমরা কোনো অবস্থাতেই এই দায়িত্ব এড়াতে পারি না। প্রতারণার মাধ্যমে ছিনিয়ে নেওয়া পাখিভ্যান উদ্ধারের বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই প্রতারণার চক্র সনাক্ত করা হয়েছে।”

ভুক্তভোগী পরিবারের অভিভাবক রোজিনা বলেন, “স্যারের সরাসরি

সহায়তা আমাদের জন্য এক আশার আলো। তিনি শুধু অর্থ দিয়ে সাহায্য করেননি, আমাদের মানসিক শক্তিও দিয়েছেন।” এই ঘটনার মাধ্যমে আলমডাঙ্গা উপজেলা প্রশাসনের মানবিক ও নৈতিক দায়িত্ব পালনের এক নজির স্থাপন হয়েছে, যা স্থানীয় জনগণের মধ্যে ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে।

হতদরিদ্রের চালের লাইনে কলেজ শিক্ষক, আলমডাঙ্গায় চাঞ্চল্য

হতদরিদ্র, বিধবা ও দুস্থদের জন্য বরাদ্দকৃত ভিজিএফের চাল নিতে লাইনে দাঁড়িয়েছেন এক স্বচ্ছল কলেজ শিক্ষক এমন ঘটনায় চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা পৌরসভা এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনাটি জানাজানি হওয়ার পর স্থানীয়দের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ ও বিস্ময় দেখা দিয়েছে।

রোববার আলমডাঙ্গা পৌরসভায় ভিজিএফের চাল বিতরণ কার্যক্রম চলাকালে ইয়াসিন আলি নামে এক ব্যক্তিকে চালের লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। পরে খোঁজ নিয়ে জানা যায়, তিনি আলমডাঙ্গা উপজেলার নিগার সিদ্দিক ডিগ্রি কলেজের শরীরচর্চা শিক্ষক। একজন কলেজ শিক্ষককে দুস্থদের জন্য বরাদ্দ চাল নিতে লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে উপস্থিত সাধারণ মানুষ হতবাক হয়ে যান।

চাল নেওয়ার বিষয়ে জানতে চাইলে শিক্ষক ইয়াসিন আলি বলেন, “আমার বাসায় কে কার্ড দিয়ে গেছে আমি জানি না। তবে কার্ড যেহেতু পেয়েছি, তাই চাল নিতে এসেছি। এটা আমার প্রাপ্য বলেই মনে করি।”

তবে স্থানীয়দের দাবি ভিন্ন। তাদের মতে, ইয়াসিন আলির আলমডাঙ্গা পৌরসভার এরশাদপুর এলাকায় নিজস্ব ফ্ল্যাটবাড়ি রয়েছে এবং তিনি যথেষ্ট জমি-জমার মালিক। একজন স্বচ্ছল ব্যক্তি হয়েও সরকারি ত্রাণ নেওয়া নীতিবহির্ভূত এবং প্রকৃত দরিদ্রদের প্রতি অবিচার বলে মনে করছেন তারা।

এ বিষয়ে পৌরসভার স্যানিটারি ইন্সপেক্টর রানা বলেন, ওই শিক্ষক

অনেক আগে থেকেই চাল নিচ্ছেন। এবার আমরা স্বচ্ছতার ভিত্তিতে চাল বিতরণ করছি। হয়তো ভুলবশত তার হাতে কার্ড চলে গেছে।

ঘটনাটি নিয়ে আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) পান্না আক্তার কঠোর অবস্থান নিয়েছেন। তিনি বলেন, ঘটনাটি জানার পর আমি খোঁজ নিয়েছি কে তাকে কার্ড দিয়েছে, কিন্তু কেউ দায় স্বীকার করছে না। আমি নির্দেশ দিয়েছি, যদি তিনি পাওয়ার যোগ্য না হন, তবে সেই চাল যেন কোনো প্রকৃত গরিব ব্যক্তিকে দেওয়া হয়।

স্থানীয় সচেতন মহল মনে করছেন, সরকারের সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির সুফল যেন প্রকৃত অভাবী মানুষের কাছে পৌঁছায় তা নিশ্চিত করতে আরও কঠোর যাচাই-বাছাই প্রয়োজন। স্বচ্ছল ব্যক্তিদের এ ধরনের সুবিধা গ্রহণ প্রকৃত দুস্থদের অধিকার ক্ষুণ্ন করে বলেও তারা মত প্রকাশ করেছেন।

আলমডাঙ্গা পৌরসভার উদ্যোগে মশক নিধন ও পরিচ্ছন্নতা অভিযান

আলমডাঙ্গা পৌর সভার উদ্যোগে শহরের বিভিন্ন স্থানে মশক নিধন ও পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। গতকাল শনিবার বেলা ১১টায় এই অভিযান পরিচালিত হয়। পৌর প্রশাসকের আয়োজনে পৌরসভা কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা অংশ নেন।

অভিযানের সময় শহরের রাস্তা, ড্রেন ও নালা পরিস্কার রাখা হয়েছে এবং মশার বংশবিস্তার রোধে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জনসচেতনতা মূলক প্রচারণা চালানো হয়েছে।

আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও পৌর প্রশাসক পান্না আকতার বলেন, “শহরকে পরিচ্ছন্ন রাখতে এবং মশা বাহিত রোগ নিয়ন্ত্রণে এই অভিযান পরিচালিত হচ্ছে। নাগরিকদের সচেতন হতে হবে এবং নোংরা আবর্জনা স্তূপ না বানিয়ে নিজ নিজ জায়গা পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।”

অভিযানে অংশ নেন উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা শারমিন আক্তার। তিনি

বলেন, “মশা বাহিত রোগ থেকে রক্ষা পেতে আবর্জনা স্তূপ ও নোংরা পানির জমার জায়গা পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। যাতে মশা ডিম পাড়তে না পারে, সে বিষয়ে সবাইকে সজাগ থাকতে হবে।”

আলমডাঙ্গায় সুদ ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে গ্রামবাসীর সংবাদ সম্মেলন

আলমডাঙ্গার নাগদাহ ইউনিয়নের ব্যানাগাড়ি গ্রামের গ্রামবাসী সুদ ব্যবসায়ীর দ্বারা হয়রানির অভিযোগে শনিবার বিকেলে সংবাদ সম্মেলন করেছেন। গ্রামবাসীর উদ্যোগে ব্যানাগাড়ি মোড়ে অনুষ্ঠিত এই সংবাদ সম্মেলনে অভিযোগ তুলে তারা প্রশাসন ও সাংবাদিকদের সতর্ক করেছেন।

ভুক্তভোগীদের পক্ষে ২ নং ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য রনি মাহমুদ লিখিত বক্তব্যে বলেন, “হিংসার বশবর্তী হয়ে গ্রামে বেশ কয়েকজনের বিরুদ্ধে, বিশেষ করে ইউপি চেয়ারম্যান, আমি রনি মাহমুদ, গ্রামের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী পিন্টু রহমান, সমাজসেবক আরজ আলী, টাবলু ও চাকরিজীবী মুকুল হোসেনসহ স্থানীয় গন্যমান্য ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে তাকে প্রাণ নাশের হুমকি দেওয়া হচ্ছে। এই অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা, বানোয়াট ও ভিত্তিহীন।”

লিখিত বক্তব্যে আরও উল্লেখ করা হয়, ২০২০ সালে গ্রামের ইসরাইল হোসেনের ভোলারদাড়ি মোড়ে একটি মুদি দোকান ছিল। সেই দোকানে সুদে কারবার চলত। ২০২২ সালে জমির মালিক বাড়ি নির্মাণের জন্য দোকানটি ভেঙ্গে দেন। দোকান ভাঙার পরও তার সুদের ব্যবসা থেমে যায়নি। ‘ডেইলি সমিতি’ নামে গ্রামে অসহায় দরিদ্র ও দিনমজুরদের টাকা আত্মসাৎ করেছে এবং বিভিন্নভাবে সুদের মাধ্যমে আরও মানুষকে অর্থদণ্ডের মধ্যে ফেলে দিয়েছে। এতে অনেক দরিদ্র পরিবার তাদের জমা করা টাকা ফেরত না পেয়ে আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়েছে।

তিনি জানান, ইসরাইল হোসেনের কাছে গ্রামবাসীর কালাম অনুযায়ী সাড়ে ৫ লাখ টাকার পাওনা রয়েছে। কোর্টে অভিযোগের পূর্বে চেয়ারম্যান,

মেম্বর ও স্থানীয় গন্যমান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে কয়েকবার বসার চেষ্টা করা হলেও ইসরাইল হোসেনের অসহযোগিতা, অনিয়ম ও হিসাবের গরমিলের কারণে কোনো সমাধান সম্ভব হয়নি। পরে ২০২৩ সালে কোটে ইসরাইল হোসেনের বিরুদ্ধে চেক জালিয়াতির মামলা দায়ের করা হয়। মামলার ফলশ্রুতিতে কালামের দুই বছরের জেল হয়।

সংবাদ সম্মেলনে গ্রামবাসীরা আরও বলেন, ইসরাইল হোসেনের দাবি যে তিনি চেয়ারম্যান, মেম্বরসহ স্থানীয় কিছু মানুষের বিরুদ্ধে প্রাণ নাশের হুমকি পেয়েছেন, তা সম্পূর্ণ মিথ্যা। তিনি মোবাইল বা অন্য কোন মাধ্যমে হুমকির প্রমাণ দেখাননি। গ্রামবাসী ইতিমধ্যেই তার একঘর আচরণ থেকে বিরত হয়েছে এবং ঈদে তার সঙ্গে আর কোনো লেনদেন করতে চায় না।

গ্রামবাসীর পক্ষ থেকে বলা হয়, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার যদি সুদখোর বা মাদক সেবীদের সামাজিকভাবে বয়কট করে, তবে তারা মুসলিম বা বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে সেই উদ্যোগকে সমর্থন করবে।

সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে তারা প্রকৃত ঘটনা প্রকাশের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করেছেন।

আলমডাঙ্গায় এক দোকানে মূল্য তালিকা না থাকায় ২ হাজার টাকা জরিমানা

ভাংবাড়ীয়া বাজারে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের অভিযানে মূল্য তালিকা না থাকায় এক মুদি দোকানিকে ২ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

জানা গেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার ভাংবাড়ীয়া বাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য তালিকা প্রদর্শন না করায় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ অনুযায়ী ওই দোকানিকে অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়।

শুক্রবার বিকেল ৪টার দিকে ভাংবাড়ীয়া বাজারে জেলা প্রশাসনের

উদ্যোগে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানে দেখা যায়, বাজারের ভাই ভাই স্টোর-এর মালিক রহিদুল ইসলামের মুদি দোকানে বিভিন্ন নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য বিক্রি করা হলেও দোকানে কোথাও পণ্যের নির্ধারিত মূল্য তালিকা টাঙানো ছিল না। ফলে ভোক্তারা পণ্যের প্রকৃত মূল্য সম্পর্কে জানতে পারছিলেন না এবং অতিরিক্ত মূল্য আদায়ের সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছিল।

এ সময় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯-এর ৩৮ ধারায় দোকান মালিক রহিদুল ইসলামকে ২ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। পরে তিনি ভবিষ্যতে দোকানে সঠিকভাবে মূল্য তালিকা প্রদর্শনের প্রতিশ্রুতি দেন।

অভিযানটি পরিচালনা করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসনের সহকারী কমিশনার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট আব্দুল্লাহ আল নাঈম। তিনি এ সময় ব্যবসায়ীদের উদ্দেশ্যে বলেন, নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের সঠিক মূল্য তালিকা দোকানের দৃশ্যমান স্থানে টাঙিয়ে রাখা বাধ্যতামূলক। অন্যথায় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনের আওতায় প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

অভিযান চলাকালে উপস্থিত ছিলেন হাটবোয়ালিয়া পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ মিজানুর রহমানসহ পুলিশের সদস্যরা।

ভোক্তাদের অধিকার রক্ষা এবং বাজারে পণ্যের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে এ ধরনের অভিযান ভবিষ্যতেও নিয়মিত পরিচালনা করা হবে বলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন।

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের পৃথক অভিযানে বিভিন্ন মামলার ১৪ জন আসামি গ্রেফতার

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের অভিযানে চুরি, মাদকসহ বিভিন্ন মামলার ১৪ জন আসামি গ্রেফতার হয়েছে।

শুক্রবার আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের বিশেষ অভিযানে মাদক চুরির মামলাসহ ১৪ জন আসামি গ্রেফতার হয়েছে। এই অভিযানে ২ জন মাদক মামলার, ২ জন চুরি মামলার এবং পরোয়ানা ভুক্ত ১০জনসহ সর্বমোট ১৪ জন আসামীদের গ্রেফতার করে তাদের পূর্বক বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

গ্রেফতারকৃত আসামিরা হলেন, সিআর মামলার আসামি আলমডাঙ্গা পৌর সভার মিয়া পাড়ার রাহেন আলির ছেলে রনি ইসলাম (২৮), জিআর মামলার আসামি আলমডাঙ্গা গোবিন্দপুর এক্সচেঞ্জ পাড়ার আজিবার রহমানের ছেলে মোঃ রেজাউল হক(৪৯), জিআর মামলার আসামি কালিদাসপুর গ্রামের সাদেক মালিকের ছেলে সাইফুল ইসলাম, স্টেশন পাড়ার মাহাবুর রহমানের ছেলে মিজানুর রহমান মিজান, জিআর মামলার আসামি গোবিন্দপুর গ্রামের মৃত সানোয়ার হোসেনের ছেলে জামিরুল ইসলাম, সিআর মামলার আসামি নতিডাঙ্গা আবাসন এলাকার আহাদ আলির ছেলে বিপুল হোসেন (২৭), এসসি মামলার আসামি গোবিন্দপুর গ্রামের নতুন বাসস্ট্যান্ড এলাকার উমবাদ আলির ছেলে খাইরুল ইসলাম, সিআর মামলার আসামি নতিডাঙ্গা আবাসন এলাকার শরিফুল ইসলামের মেয়ে মোছাঃ বিথী খাতুন(২১), সিআর মামলার আসামি আহাদ আলির স্ত্রী মোছাঃ বলিকচি (৪৫), সিআর মামলার আসামি বিপুল হোসেনের স্ত্রী মোছাঃ স্মৃতি খাতুন, জিআর মামলার আসামী কুষ্টিয়া মিরপুর স্বরূপকাঠির আব্দুর রশিদের ছেলে মোঃ আলাউদ্দিন আলাল(৫৩) এবং তার ছেলে মোঃ শাকিব(২৩) জিআর মামলার আসামী বাবু পড়ার মৃত মধু সরদারের ছেলে মোঃ তারেক সরদার(৩৬), জিআর মামলার মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন আইন ৩৬(১) সারণীর ২৯(ক) এর এজাহারনামীয় আসামী কান্তপুর গ্রামের রাতুল হাসান সোহাগ(২২)।

জানা গেছে, আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ গতকাল রাত ১০ টার সময় আলমডাঙ্গা কিছুক্ষণ ক্যাফের সামনে সড়কের পাশ থেকে বাবু পড়ার মৃত মধু সরদারের ছেলে তারেক সরদার’কে ২০ পিস ট্যাপেন্ডাডল ট্যাবলেট সহ গ্রেফতার করা হয়।

এছাড়াও আলমডাঙ্গা কান্তপুর গ্রামের সেলিম রেজার ছেলে সজীব আহমেদ’কে গতকাল রাত ২টার সময় ১০০ পিস ট্যাপেন্ডাডল ট্যাবলেট সহ গ্রেফতার করা হয়।